pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সম্পর্কে আ'লা হযরতের ফতোয়া

-সুন্নী-গবেষণা কেন্দ্র

প্রশ্নঃ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমতে আরয-আমার এক বন্ধুর অনুরোধে আমি এক উরছ মাহফিলে গিয়ে দেখি- বহু লোক তথায় উপস্থিত এবং কাওয়ালীর আসর এভাবে জমে উঠেছে- "একটি ঢোল ও দুটি সারিন্দা বাজিয়ে কয়েকজন কাওয়াল পীরানে পীর দস্তগীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) -এর শানে শে'র আশআর, রাসুলে পাক (দঃ)-এর শানে নাতে রাসুল এবং আউলিয়ায়ে কেরামের শানে মুর্শিদী গাইছেন এবং তালে তালে ঢোল ও সারিন্দা বাজানো হচ্ছে। এই বাদ্য-যন্ত্র তো শরীয়তে অকাট্যভাবে হাঁরাম।

এখন প্রশ্ন হলো- কাওয়ালদের এরূপ বাদ্যযন্ত্রের গানে কি আল্লাহর রাসূল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম সন্তুষ্ট হন? মাহফিলে উপস্থিত গান-বাজনা শ্রবনকারীগণ কি এতে গুনাহ্‌গার হবেন? বাদ্যযন্ত্র সহ এরূপ কাওয়ালী কি জায়েয- নাকি নাজায়েয? যদি জায়েয হয়, তাহলে কি প্রকারে জায়েয হবে? ২৯ শে রবিউল আখের ১৩১০ হিজরী।

আ'লা হযরতের জওয়াবঃ এরূপ কাওয়ালী হারাম। উপস্থিত শ্রোতিমন্ডলী গুনাহগার এবং শ্রোতি মন্ডলীর সমপরিমাণ গুনাহ কাওয়ালদের উপরও বর্তাবে। আর কাওয়ালদের সমপরিমান গুনাহের বোঝা মাহফিল অনুষ্ঠানকারীদের উপরও বর্তাবে- কিন্তু কাওয়ালদের গুনাহ্‌ এতে লাঘব হবেনা। অনুরূপভাবে- শ্রোতিমন্ডলীর গুনাহ্‌ও লাঘব হবেনা। এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথমে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে কাওয়ালীর আয়োজন করেছে মাহফিল আহবানকারীগণ। কাওয়ালগণ বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে কাওয়ালী পরিবেশন করে গুনাহকে শ্রোতিমন্ডলীর কাছে সম্প্রসারিত করেছে। আয়োজনকারীরা যদি আয়োজন না করতো এবং কাওয়ালরা যদি বাদ্যযন্ত্র সহ কাওয়ালী পরিবেশন না করতো- তাহলে উপস্থিত শ্রোতারা এরূপ গুনাহর কাজে লিপ্ত হতোনা। কাজেই শ্রোতাদের সমপরিমান গুনাহ আয়োজনকারী ও পরিবেশনকারী- উভয়ের উপরই বর্তাবে। অনুরূপভাবে কাওয়ালকে ডেকে এনে আয়োজনকারীরা কাওয়ালদেরকে গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সুতরাং তারা কাওয়ালদের সমপরিমাণ গুনাহের অংশীদার হবে- এরূপ পদ্ধতিতে উরছ আয়োজনকারীগণও গুনাহগার হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا- وَ مَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يُنْقِصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا- رَوَاهُ الْاَئِمَّةُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْاَرْبَعَةُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-

"যে ব্যক্তি/ব্যক্তিরা হেদায়াতের কাজে লোকদেরকে আহবান করবে-ঐ কাজের আমলকারীদের সমপরিমান সাওয়াব আহবানকারীকে প্রদান করা হবে- কিন্তু এতে আমলকারীদের সওয়াব বিন্দুমাত্রও কমবেনা। আর যে ব্যক্তি/ব্যক্তিরা গোমরাহীর দিকে আহবান করবে- ঐ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সমপরিমান গুনাহ তাদেরকে দেয়া হবে- কিন্তু আমলকারীদের গুনাহ্‌ এতে বিন্দুমাত্রও কমবেনা"। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিজি, আবুদাউদ, ইবনে মাজা ও ইমাম আহমদ কর্তৃক হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হাদীস)।

হাদীস শরীফের দলিলঃ বাদ্যযন্ত্র যে হারাম- এই মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সিহাহ্‌ সিত্তার অন্যতম বোখারী শরীফে সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ

لَيَكُوْنَنَّ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ- هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ جَلِيْلٌ مُتَّصِلٌ وَقَدْ اَخْرَجَهٗ اَيْضًا اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْاِسْمٰعِيْلُ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَا مَطْعَنَ فِيهَا وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ آخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ قَالَهُ الْاِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ فِىْ كَفِّ الرِّعَاعِ -

অনুবাদঃ "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক হবে- যারা পরনারীদের লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করবে, অর্থাৎ যিনা ব্যাপক হবে এবং রেশমী কাপড়, মদ, শরাব ও বাদ্যযন্ত্রকে তারা হালাল মনে করবে" (বোখারী শরীফ)।

বিশ্লেষণ ঃ উক্ত হাদীসখানা হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী সহীহ মুত্তাসিল ও উচ্চস্তরের হাদীস। ইমাম বোখারী (রহঃ) ছাড়াও অত্র হাদীস শরীফখানা সহীহ্ সনদের মাধ্যমে ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজা, ইমাম ইসমাঈলী ও ইমাম আবু নোয়াঈম বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে কেউ কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে পাননি। অন্য এক জামায়াত মোহাদ্দেসীনও উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন-অনেক হাফেযুল হাদীস- বিশেষ করে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'কাশফুর রোয়া' নামক গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন (হাদীসের বর্ণনা শেষ হলো।)

আ'লা হযরত বলেন- কোন কোন জাহেল, মূর্খ, শরাবখোর অথবা প্রবৃত্তির পূজারী নিমমোল্লা আলেম অথবা মিথ্যা ও ভন্ড সুফীরা সহীহ, মারফু ও মোহকাম হাদীসসমূহের বিপরীতে কিছু কিছু দূর্বল কিসসা কাহিনী কিংবা মোতাশাবিহ বা অস্পষ্ট ঘটনাবলী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণের জন্য পেশ করে থাকে। সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় ঐসব দূর্বল ঘটনা, সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বিপরীতে দ্ব্যর্থবোধক ঘটনা, মোহকাম বা স্পষ্ট বিধানের বিপরীতে মোতাশাবিহি বা অস্পষ্ট ঘটনা দলীল হিসাবে যে অবশ্যই পরিত্যাজ্য'-এ বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই অজ্ঞতার ভান করছে। তদুপরি- কোথায় স্পষ্ট হাদীস- আর কোথায় অস্পষ্ট কাহিনী ও কার্যকলাপ? কোথায় নিষিদ্ধ এবং কোথায় সিদ্ধ- তারা বাছ বিচার না করেই সবগুলোকে আমল করা ওয়াজিব বলে মনে করে এবং হারামকেই তারা প্রাধান্য দেয়। প্রবৃত্তিপূজার চিকিৎসা কিভাবে করা যায়? আফসোস! তারা অন্ততঃ গুনাহকে গুনাহ বলে স্বীকার করে যদি ঐ কাজটি করতো- তাহলেও হতো! তাদের লম্পঝম্প আরও মারাত্মক। কথায় বলে- নিজে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে অন্যের কাঁধে সব দোষ চাপিয়ে দেয়া। তারা হারামকে নিজেদের জন্য হালাল মনে করে। এখানেই শেষ নয়- এই জাহেল মূর্খরা উক্ত বাদ্যযন্ত্রের দোষ চাপিয়ে দেয় আল্লাহর প্রিয়জনদের উপরে এবং সম্মানিত চিশতিয়া তরিকার ইমাম ও আকাবেরীনগণের উপরে। এসব জাহেলরা না খোদাকে ভয় করে- না বান্দার কাছে লজ্জিত হয়।

চিশতিয়া তরিকার ইমামগণের দলীলঃ

(১) স্বয়ং মাহবুবে এলাহী সাইয়েদী ও মাওলায়ী হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাদিআল্লাহু আনহু নিজ অমরগ্রন্থ "ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ" শরীফের মধ্যে এরশাদ করেন-

مَزَا مِيْرْ حَرَامَ اسْتْ-

অর্থাৎ- "মাযামির হারামাস্ত" বাদ্যযন্ত্রসমূহ হারাম।

(২) হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে এলাহী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাগরিদ ও খলিফা হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদী (রহঃ) আপন মুর্শিদের নির্দেশে তাঁরই বর্তমানে ছামা রিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম "কাশফুল কানা আন উসুলিছ ছামা"। ঐ গ্রন্থে হযরত ফখরুদ্দনি যারাদী পরিষ্কার আরবী ভাষায় বলেছেন-

اَمَّا سَمَاعُ مَشَائِخِنَا رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ فَبَرِيٌّ مِّنْ هٰذِهِ التُّهْمَةِ وَ هُوَ مُجَرَّدُ صَوْتِ الْقَوَّالِ مَعَ الْاَشْعَارِ الْمُشْعِرَةِ مِنْ كَمَالِ صَنْعَتِهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ- "আমাদের তরিক্বার মাশায়েখগণের (রঃ) 'ছামা' হলো বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁদের 'ছামা' ছিল-শুধু গায়ক ও কাওয়ালগণের গলার সুর এবং এমন সব শে'র আশ্আর-যেগুলো আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের নিগুঢ় সংবাদ বাহী"-(কাশফুল কানা')।

আ'লা হযরত বলেন- এবার ইনসাফ করুন! চিশতিয়া খান্দানের উচ্চ মর্যাদাশীল উক্ত ইমাম ফখরুদ্দীন যারাদীর ঘোষণা গ্রহণযোগ্য হবে- নাকি বর্তমান যুগের অঘটনঘটি পটিয়সীদের ভিত্তিহীন অপবাদ? পীরানে চিশ্তিয়া সম্পর্কে তাদের এই অপবাদ প্রকাশ্য ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) হযরত ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশক্বর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশিস্ট মুরীদ এবং হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর খলিফা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে মুবারক ইবনে মুহাম্মদ আলভী কিরমানী (রহঃ) 'সিয়ারুল আউলিয়া' নামক গ্রন্থে ফারসী ভাষায় লিখেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت که دریں روزها بعضے از درویشان آستانه دار در مجمع که چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کردند. فرمود نیکونه کرده اند- آنچه نا مشروع ست نا پسندیده است- بعد ازاں یکے گفت چوں ایں طائفه ازاں مقام بیروں آمدند بایشاں گفتند که شما چه کردید دراں جمع مزا میر بود سماع چگو نه شنیدید و رقص کردید-ایشاں جواب دارند که ما چناں مستغرق سماع بود یم ندانیستیم که اینجا مزا میرا ست یا نه- حضرت سلطان المشائخ فرمود این جواب هم چیزے نیست-این سخن در همه معصیتها بباید-

حضرت شلطان المشائخ قدس اللّه سره العز یز مي فرمود که چند ایں چیزمي باید تأ سماع مباح مي شود -مسمع و مستمع ومسموع وآلهء سماع- مسمع یعني گوئنده مرد تمام باشد کودك نباشد وعورت نباشد- مستمع آنکه من شنود از یاد حق خالی نبا شد- ومسموع أنچه بگویند فحش ومسخرگي نبا شد- وآلهء سماع مزامیر ست چوں چنگ و رباب ومثل آں می باید که درمیان نباشد ایں چنیں سماع حلالست-

অনুবাদঃ "সুলতানুল আউলিয়া হযরত নিযামুদ্দীন কাদ্দাছাল্লাহু ছিররাহুল আযীয এরশাদ করেছেন- কিছু শর্ত সাপেক্ষে ছামা মোবাহ্। তন্মধ্যে কিছু শর্ত হচ্ছে গায়কের ক্ষেত্রে, কিছু শর্ত শ্রোতার ক্ষেত্রে, কিছু শর্ত কালামের ক্ষেত্রে এবং কিছু শর্ত বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে। গায়কের বেলায় শর্ত হচ্ছে- সে নিজে কামেল পুরুষ হবে- ছোট কিশোর বা মহিলা হতে পারবেনা। আর শ্রোতার বেলায় শর্ত হচ্ছে- সে খোদার স্মরণ ও ইবাদত থেকে গাফেল থাকতে পারবেনা। কালাম বা গান-গজল ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে-তা অশ্লীল হবেনা এবং হাসি ঠাট্টার ভঙ্গিতেও হতে পারবেনা। <u>আর বাদ্যযন্ত্রের বেলায় শর্ত হচ্ছে- সারিন্দা, রুবাব-ইত্যাদি কোন মাযামির বা বাদ্যযন্ত্রই বাজানো যাবেনা।</u> উপরোক্ত চারটি শর্তেই কেবল ছামা ও কাওয়ালী হালাল"- (সিয়ারুল আউলিয়া)।

-মুসলমান ভাই ও বোনেরা! এই গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াটি হচ্ছে- চিশতিয়া তরিক্বার সর্দার হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আন্হু-র। এরপরও অলীগণের নামে বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ আরোপকারীদের মুখ দেখানোর কি কোন সুযোগ আছে?

(৪) সিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থেরই অন্যত্র ফারসী ভাষায় উল্লেখ আছেঃ

جواب هم چیزے نیست-این سخن در همه معصیتها بباید-

অনুবাদঃ "কোন এক ব্যক্তি হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (নিযামুদ্দীন আউলিয়া)- এর খেদমতে আরয করলেন- আজকাল কোন কোন আস্তানাবাসী দরবেশ এমন সব মজলিসে গিয়ে রোকস্ করে থাকেন- (আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে নাচানাচি করেন) -যেখানে সিঙ্গা ও রুবাব জাতীয় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হয়।" হযরত সুলতানুল আউলিয়া উত্তরে বললেন- "কাজটি তারা ভাল করেন নি। শরিয়তে যে জিনিস নাজায়েয- তা অবশ্যই নিন্দনীয়।" এরপর অন্য একব্যক্তি বললেন-উক্ত দরবেশগণ ঐ মজলিস ত্যাগ করার পর লোকেরা তাঁদেরকে প্রশ্ন করেছিল-আপনারা এটা কেমন কাজ করলেন? ওখানে তো বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছে? আপনারা এধরণের ছামা কি করে শুনতে পারলেন এবং কি করেই বা প্রভুপ্রেমে মত্ত হয়ে নাচলেন? দরবেশগণ উত্তরে বললেন- "আমরা ছামার মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, ওখানে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে- তা আমরা টের-ই করতে পারিনি।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (নিযামুদ্দীন আউলিয়া) মন্তব্য করলেন- "তাদের এই জওয়াব অর্থহীন। এমন কৈফিয়ত তো প্রত্যেক গুনাহের বেলায়ই দেয়া যায়"- (সিয়ারুল আউলিয়া)।

আ'লা হযরত বলেন-

-মুসলমান ভাইয়েরা! হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রাঃ) কত পরিষ্কার কথা- "বাদ্যযন্ত্র হারাম"! দরবেশগণের উপরোক্ত ওজর- আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব- "তোমাদের মত মদ্যপায়ীরাও তো বলতে পারে- আমরা মদপানে এমন মত্ত ছিলাম যে, উহা শরাব- না পানি- তা টেরই করতে পারিনি। জেনাকারীও তো একথা বলতে পারে যে, উত্তেজনার কারণে আমি এতই মত্ত ছিলাম যে, তিনি আমার বিবি- নাকি অন্য কোন মহিলা- তার খবরই ছিলনা।"

(৫) সিয়ারুল আউলিয়ার অন্যত্র বর্ণিত আছে-

حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع كرده ام كه مزامير ومحرمات درميان نباشد- و درين باب بسيار غلو كرد-تا بحد يكه گفت اگر امام را سهو افتد مرد تسبيح اعلام كند وزن سبحان الله نگويد زيرا كه نشايد آواز آن شنودن- پس پشت دست در كف دست زند وكف دست بر كف دست نزند كه آن بلهو مي ماند تا اين غايت از ملاهى وامثال آن پر هيز آمده است- پس در سماع بطريق اولى كه ازين يابت نباشد يعنى در منع دستك چنديں احتياط آمده است- پس در سماع مزامير بطريق اولى منع است اه باختصار-

অনুবাদঃ "হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (নিযামুদ্দীন আউলিয়া) এরশাদ করেন-" আমি নিষেধ করে রেখেছি- যেন আমার কাছে কোন বাদ্যযন্ত্র আনা না হয়।" তিনি নামাযরত মোক্তাদী মহিলাদের বেলায় একথাও বলেছেন যে, "নামাযের মধ্যে যদি ইমাম ভুল করে- তবে পুরুষ লোকেরা সুবহানাল্লাহ বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। কিন্তু মেয়েলোক মুছল্লী থাকলে তারা সুবহান্নালাহ বলে আওয়াজ করতে পারবেনা- কেননা, পরপুরুষকে নিজের আওয়াজ শুনানো নিষেধ। এমনকি- এক হাতের তালু অন্য হাতের তালুতে মেরে আওয়াজও দিতে পারবেনা। কেননা, এটা খেলা ও তামাশার মধ্যে গন্য হবে। বরং- এক হাতের পিঠ দিয়ে অন্য হাতের তালুতে আওয়াজ দিতে হবে। এভাবেই কেবল সে ইমামকে সংশোধন করতে পারবে।" দেখ! হাতের তালু দিয়ে তালুতে মারাকে যেখানে খেলতামাশা বলা হয়েছে- সেখানে বাদ্যযন্ত্র তো এমনিতেই নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।" (সিয়ারুল আউলিয়ার এবারত সমাপ্ত)

আ'লা হযরত বলেন- "হে মুসলমান ভাইয়েরা! যেখানে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাঃ) এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন- সেখানে উনার শানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া কতটুকু সঙ্গত? আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের পায়রবী করা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহর ঐসব প্রিয় বন্ধুদের অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। কিন্তু ইনসাফ পছন্দ লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

গুনাহগার বান্দা

(ইমাম আহমদ রেযা)-

আহকামে শরিয়ত হতে।

বিঃ দ্রঃ যারা সুন্নী এবং আ'লা হযরতের অনুসারী হওয়ার দাবী করেন, তাদের অন্ততঃ উচিৎ- আ'লা হযরতের ফতোয়া মানা।

বাদ্যযন্ত্রবিহীন শুধু সম্মিলিত কণ্ঠের কাওয়ালী, গজল বা ছামা চিশতিয়া তরিকার ইমামগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা বা হাততালি দেয়া তাঁদের মতে সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং, বাংলাদেশের সুন্নী দরবার সমূহের সংশোধন হওয়া দরকার। নতুবা শত্রুরা আমাদেরকে ঘায়েল করবে। আমরা কোন জবাবই তখন দিতে পারবনা। হেদায়াতের নিয়তে পূনঃ মুদ্রন।

-সুন্নী-গবেষণা কেন্দ্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা প্রসঙ্গেঃ চিশতিয়া তরিকার মাশায়েখগণের ফতোয়া

-শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সম্পর্কে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার (রহঃ) অভিমত

منقول ہےکہ ایك آدمی نےحضرت محبوب سبحانی کی مجلس میں کہا کہ فلاں جگہ پرآپ کے دوست جمع ہیں اور مختلف قسم کي باجے بجارہے ہین-آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ان کو گانے باجے اور محرمات سے دور رہنے کا حکم دیا تھا- انہونے اچھا نہین کیا اور پھر ان کے اس طرز عمل کي بڑي شدومد سے تردید کي کہ ان لوگون نے غلوسے کام لیا ہے- شریعت میں قوالي وغیرہ اور مزامیر کي کوئ اجازت نہیں"- اخبار الا خیار اردو صفح ۱۳۱

-শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থে হযরত মাহবুবে এলাহী নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার জীবনী আলোচনায় লিখেছেন- "বিশ্বস্ত সূত্রে বর্নিত আছে যে, হযরত মাহবুবে ছোবহানীর দরবারে এসে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলো- অমুখ জায়গায় আপনার কতিপয় বন্ধু জামায়েত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। হযরত মাহবুবে এলাহী বললেন- আমি তো তাদেরকে গানবাদ্য এবং হারামকাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা কাজটি ভাল করেনি। এরপর তিনি তাদের ঐ ধরনের কাজের তীব্রভাবে খন্ডন করলেন এবং বললেন- তারা উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি করছে। শরিয়তে কাউয়ালী- ইত্যাদি এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কোনই অনুমতি নেই"। (আখবারুল আখইয়ার উর্দ্দু -কৃত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী পৃঃ১৩১)।

মন্তব্যঃ এখন থেকে চারশত ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ১০০০ হিজরীতে আখবারুল আখইয়ার কিতাবখানা লিখিত। ঐযুগে শেখ দেহলভী (রহঃ)মাহবুবে এলাহীর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে প্রমানিত হলো- চিশতিয়া তরিকার আকাবিরীন- অর্থাৎ হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া, তার পীর হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর, তাঁর পীর হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা মঈনউদ্দিন আজমেরী (রহঃ)-এর যুগে চিশতিয়া তরিকায় বাদ্যযন্ত্র হারাম ও শরিয়ত বিরোধী বলে বিবেচিত ছিল। তাঁদের ছামা ছিল বাদ্যযন্ত্র বিহীন গজল, নাত ও কাসিদা। তবলা বা সারিন্দা তাঁরা কখনও ব্যবহার করতেন না। পরবর্তী যুগে হয়তো অন্য কেউ যন্ত্রসহ ছামা প্রবর্তন করে থাকবেন। আমাদের দেশে চিশতিয়া তরিকার বহু দরবার রয়েছে। কিন্তু সব দরবারে বাদ্যযন্ত্র সহ ছামা হয়না। বুঝা গেলো- বাদ্যযন্ত্র চিশতিয়া তরিকার অংশ নয়- যদি হতো- তাহলে সবাই পালন করতে বাধ্য ছিলেন। যারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে ছামা শুনেন- তারা শেখ দেহলভী ও মাহবুবে এলাহীর মন্তব্য স্বরণ করুন এবং নিজনিজ দরবারগুলোকে বাদ্যযন্ত্রমুক্ত করুন- নতুবা ওহাবী দুশমনেরা মাযার বিরোধী প্রচারনার সুযোগ পাবে।

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামার ব্যাপারে ছিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থের ভাষ্য

হযরত মাহবুবে এলাহী নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)-এর সমসাময়িক লেখক (৭২৫ হিঃ) সৈয়দ হাসান মুহাম্মদ কিরমনী তাঁর লিখিত ছিয়ারুল আউলিয়ায় বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সর্ম্পকে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মতামত এভাবে তুলে ধরেছেন এবং শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন-

سیر الاولیاء میں ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کي محفل سماع مین مزامیر (باجے) وغیرہ نہ ہوتے تھے اور نہ ہی تالیان بجائ جاتی تھیں- اگر آپ سے کوئ کسی کے متعلق یہ کہتا کہ فلاں باجے وغیرہ سنتاہے توآپ اسے منع فرما دیتے اور فرماتے کہ باجے وغیرہ سننا شریعت میں ناجائز اور ممنوع ھے- (اخبار الا خیار اردو صفح ۱۸۹)

অর্থাৎঃ- শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেন- নিযামউদ্দিন আওলিয়ার মুরিদ সৈয়দ মুহাম্মদ (৭৭১

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিঃ)লিখিত ছিয়ারুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত নিযামউদ্দিন আউলিয়ার মাহফিলে ছামায় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতোনা এবং হাততালিও দেয়া হতোনা। যদি কারো ব্যাপারে হযরতের নিকট বলা হতো যে, অমুখ ব্যক্তি গান ও বাদ্যযন্ত্র শুনে- তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে নিষেধ করে দিতেন এবং বলতেন- বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি শুনা ইসলামী শরিয়তে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ"। (শেখ আব্দুল হক দেহলভী কৃত আখবারুল আখইয়ার (উর্দূগ্রন্থের) উদ্ধৃতি -পৃষ্টা ১৭৯।

হযরত নাসিরউদ্দিন মাহমূদ চেরাগে দেহলভী (রহঃ)-এর অভিমত

হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্টায় "খাইরুল মাজালিস" গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বাদ্যযন্ত্র সহ ছামা হারাম হওয়া সম্পর্কে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলী (রহঃ)-এর অভিমত এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

خير المجالس ميں هے كه ايك شخص نے شيخ نصير الدين محمود چراغ دهلوي رحمة الله عليه سے آكر پوچها كه يه كهاں جائز هے كه محفل سماع ميں دف- بانسري- ستار- باجے وغيره بجائے جاءيں اور صوفى ناچين اور رقص كرين؟ آپ نے جواب ديا كه باجے وغيره تو بالاتفاق اور بالا جماع ناجائز وگناهيں اگر كوي طريقت سے نكل جاناچا هے تو شريعت ميں رهنا ضروری هے اور اگر شريعت سے بهی نكل جانا چاهے تو پهر كهاں جاءيگا ؟ اولا تو سماع ہی زير بحث هے اور علماءكا اسميں اختلاف هے- اگر چند شرائط كے ساته جائز بهی كر ليا جاءے تب بهی هر قسم كے باجے وغيره بالاتفاق ناجائز و حرام ہيں- (اخبار الا خيار اردو صفح ۱۸۹)

অর্থাৎ-নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মুরিদ হামিদ কলন্দর রচিত "খাইরুল মাজালিস" গ্রন্থে (৭৫৬হিঃ) উল্লেখ আছে- এক ব্যক্তি হযরত নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহঃ)-এর খেদমতে এসে ঝাঁঝালো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন- "ছামা মাহফিলে দফ, বাঁশী, সেতারা, বাদ্য- ইত্যাদি বাজানো এবং সুফীদের নাচ ও লম্পঝম্প করা" শরিয়তের কোথায় জায়েয আছে? হযরত চেরাগে দেহলভী (রহঃ) জওয়াবে বললেন- গানবাদ্য তো ইজমা ও ঐক্যমতেই নাজায়েয এবং গুনাহ্। যদি কেউ তরিকত থেকে বের হয়ে যেতে চায়, তাহলে শরিয়তের বন্ধনে থাকা অবশ্য কর্তব্য এবং শরিয়ত থেকেও যদি বের হয়ে যেতে চায়, তাহলে সে কোথায় যাবে? প্রথমতঃ যন্ত্রবিহীন ছামার ব্যাপারেই তো বিতর্ক রয়েছে এবং এব্যপারে উলামাগনের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। কিছু শর্ত সাপেক্ষে যন্ত্রবিহীন ছামাকে যদি জায়েযও ধরে নেয়া হয়, তাহলেও প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রই উলামাগণের ঐক্যমতে নাজায়েয ও হারাম" (আখবারুল আখইয়ার উর্দূ ১৭৯ পৃষ্টা)।

উল্লেখ্য যে, খাইরুল মাজালিস হচ্ছে চেরাগে দেহলভীর মলফুজাত বা বানী। লিখেছেন তাঁর পীর ভাই হামিদ কলন্দর (রহঃ)। পাঠকগণ! চিশতিয়া তরিকার উর্দ্ধতন স্তরের হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া ও তাঁর প্রধান খলিফা নাসিরুদ্দিন মাহমূদ চেরাগে দেহলভীর মতামত ছিয়ারুল আউলিয়া, খাইরুল মাজালিস ও আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থত্রয়ের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারলেন। এই তিনটি গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য। নিযামউদ্দিন আউলিয়ার খাছ মুরিদ ছিলেন খাইরুল মাজালিছ -এর লেখক হামিদ কলন্দর । তিনি আপন পীরভাই নাসিরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দেহলভী (রহঃ)-এর বাণী সমূহ খাইরুল মাজালিছে লিপিবদ্ধ করেছেন ৭৫৬ হিজরীতে। নিযামুদ্দীন আউলিয়ার ছিয়ারুল আউলিয়ার লেখক ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ। তাঁরা উভয়েই ছিলেন শেখ আবদুল হক দেহলভীর পূর্বযুগের লোক। আখবারুল আখইয়ার লেখক শেখ আবদুল হক দেহলভীর মর্যাদা তো সবারই জানা বিষয়। ঐসব কিতাবে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করাকে হারাম বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের চিশতিয়া দরবারগুলো বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখবেন বলে আশা করি। দরবারগুলোতে বাদ্যযন্ত্র এবং নাচগানের আসরের বাহানা ধরে বাতিল ফির্কারা মানুষকে উত্তেজিত করে তুলছে দরবারগুলোর বিরুদ্ধে। তদুপরি- পবিত্র উরসে গানবাদ্য ও নাচগানের বিরুদ্ধে তারা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। কেননা, বাদ্যযন্ত্র সমর্থক ফকির দরবেশরা শরিয়তি আলেমের মোকাবেলায় কোন সহীহ্ দলীল পেশ করতে পারছেনা। তাই দরবারসমূহে বাদ্যযন্ত্র পরিহার করে শুধু যন্ত্রহীন ছামা প্রচলন করা এখন সময়ের দাবী। নতুবা ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) -এর ফতোয়া পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন- সম্পাদক